International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-V, June2016, Page No. 25-30
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

উপযোগবাদ ও সর্বোদয় : একটি তুলনামূলক আলোচনা

দয়াময় মাঝি
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Utilitarianism is one of the most important theories of Western Ethics. The motto of this theory is "Greatest happiness for the greatest number". And Gandhian theory believes in "The good of the individual is contained in the good of all." Mahatma Gandhi has taken this idea from Ruskin's famous book 'Unto This Last'. Here in this short discourse I want to highlight this two theories in a broader manner. In this discussion I will show the difference between this two theories and try to explore a comparative study.

নৈতিকতার মানদণ্ড রূপে নীতিবিদ্যায় উপযোগবাদের আলোচনা বহুল প্রচলিত।সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় উপযোগবাদ ও সর্বোদয়ের ধারণাটি মোটামুটি একই। তবে গান্ধির দৃষ্টিতে উপযোগবাদ যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণের কথা বলে সেখানে সর্বোদয়ের ধারণাটি দেখায় যে, সমাজে বসবাসকারী অন্তে অবস্থিত মানুষটিরও প্রভূততম কল্যাণ সাধন। অর্থাৎ সর্বোদয় সকল কালে, সকল দেশে অবস্থিত মানুষের জন্য সমান উদয় বা কল্যাণের কথা বলে। এখন নীতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে, উপযোগবাদ ও সর্বোদয় এর ধারণাগুলির মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি এদের মধ্যে রয়েছে কিছু বৈসাদৃশ্যও।

পরিণামবাদ বা ফলাফলবাদ (Consequentialism) এর সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ তত্ত্ব হল উপযোগবাদ (Utilitarianism) ইংরাজী 'Utility' শব্দটি থেকে 'Utilitarianism' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। উপযোগবাদে নানা কাজের উপযোগীতা বা ফলাফলের ভিত্তিতে কাজটির নৈতিক মূল্যায়ণ করা হয়। সাধারণভাবে এই উপযোগ বা ফলাফল বলতে বোঝায় সুখ বৃদ্ধি। যারা সুখের ভাষায় উপযোগকে বুঝতে চান তাদের বলা হয় সুখবাদী উপযোগবাদী। এই মতবাদের প্রধান বক্তব্য হল সেই কাজকেই ভালো বা যথার্থ বলা যাবে যা বহুজনের সুখ উৎপাদনের উপযোগী। এই মতে "Greatest happiness for the greatest number" অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিণাম সুখই কাম্য। সুতরাং সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা হবে যে কাজ মানুষের দুঃখের তুলনায় বেশী পরিমাণে সুখ উৎপন্ন করবে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বেন্থাম ও মিল এই দুজন দার্শনিক নৈতিক বিচারের মানদণ্ডরূপে উপযোগ নীতিকে গ্রহণ করেছেন। এঁরা মনে করেন কোনো কাজ ভালো কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত তা নির্ধারণ করার মাপকাঠি হল উপযোগ। এই নীতি অনুসারে আমরা যা কিছু করি তাঁর নৈতিক আদর্শ হল জগতে অকল্যাণ অপেক্ষা সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা। অর্থাৎ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ সাধন করাই আমাদের কাজের লক্ষ্য হওয়া

উচিত। উপযোগবাদ অনুযায়ী সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই হল আমাদের কাজ বা কর্মনীতির নৈতিক মূল্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। উপযোগবাদীরা কল্যাণকে সুখের সাথে এবং অকল্যাণকে দুঃখের সাথে তুলনা করে থাকেন। আর ঠিক সেই কারণেই উপযোগবাদকে কখনো কখনো পরসুখবাদ বলে অভিহিত করা হয়। পরসুখবাদীরা কোন কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখ বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের মতে যে কাজ সংখ্যাগরিষ্ঠের যত বেশী পরিমাণ কল্যাণ সাধন করে সেই কাজের নৈতিক মূল্য তত বেশী। আসলে উপযোগবাদ বা পরসুখবাদে কোন কাজের ফলাফলের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে মিল উপযোগবাদের প্রথম প্রবক্তা নন, উপযোগবাদের প্রথম পরিচয় আমরা পাই বেন্থাম এর রচনায়। আর মিলের উপযোগবাদ হল বেন্থামের উপযোগবাদের পরিমার্জিত রূপ। মিল উপযোগবাদের নীতিটি ব্যাখ্যা করেন তাঁর ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Utilitarianism' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'What utilitarianism is' এর শিরোনাম-এ। 'Utilitarianism' গ্রন্থে তিনি উপযোগবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-"Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness are intended pleasure and the absence of pain; by unhappiness, pain and the privation of pleasure."

অর্থাৎ যে কাজগুলি যে অনুপাতে আনন্দ সৃষ্টিতে প্রবল সেই কাজগুলি সেই অনুপাতে যথোচিত বা ভালো। আর যে অনুপাতে যে কাজগুলি আনন্দের বিপরীত অনুভব উৎপাদনে প্রবল সেগুলি সেই অনুপাতে অনুচিত। আনন্দ বলতে বোঝায় সুখের উপস্থিতি ও দুঃখের অভাব, আর আনন্দহীনতার অর্থ হল দুঃখের উপস্থিতি ও সুখের অভাব। তবে এখানে সুখ বলতে দুঃখের সংশ্রবহীন সুখকে বুঝতে হবে।

তবে একথা বললে মিলের উপযোগবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে যে, এই তত্ত্ব মানুষের মহত্বকে অস্বীকার করে মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখ অন্বেষণকারী পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছে। এর উত্তরে মিল বলেছেন উপযোগবাদীরা নন বরং সমালোচকরাই মানুষকে নিম্নস্তরের প্রাণী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁরা মনে করেন শুকরের সুখের সাথে মানুষের সুখের কোনো পার্থক্য নেই। মানুশ যে পশুর তুলনায় উৎকৃষ্ট পরিমাণ সুখ অর্জন করতে পারে এ বিশ্বাস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু মিল মন্তব্য করেছেন পশুর সুখ কখনও মানুষের সুখের স্তরে পৌঁছাতে পারেনা। কেননা মানুষের বিবেক বুদ্ধি আছে যা পশুর নেই।

গান্ধিজি ছিলেন অহিংসার পূজারী। তাঁর লক্ষ্য ছিল সকলের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে এক অহিংসাপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা। আসলে তিনি ছিলেন এমন এক সমাজ সংস্কারক যিনি মানবজীবনকে এক সমগ্র সত্তারূপে দেখেছেন। আর এই সামগ্রীকতাই তাঁর দর্শন ভাবনার পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃ আমরা গান্ধির আদর্শ গুলিকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলি তত্ত্ব উঠে আসে যেগুলি হল সত্য ও অহিংসার দর্শন তথা সত্যাগ্রহের দর্শন , সর্বোদয়ের আদর্শ, স্বরাজ ভাবনা, অছিবাদ, শিক্ষার অঙ্গনে নঈতালিম ইত্যাদি। একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে, গান্ধির এই আদর্শ গুলির মূলে আছে সত্য ও অহিংসার নীতি, যে নীতি দুটিকে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন- কি সমাজসেবা, কি দরিদ্র নারায়ণ সেবা, কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি, কি সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই এই দুটি আদর্শকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি। তিনি অহিংসার নীতিটিকে পর্বতে উপবিষ্টমান বা গ্রহনারণ্যে ধ্যানবান ঋষির দ্বারা পালিত নীতিরূপে গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেন অহিংসা হল আমাদের স্বভাবজাত নিয়ম। তাঁর কাছে অহিংসা হল সমাজ পরিচালিকা শক্তি যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এই অহিংসা আঘাত না করা বা হত্যা না করাকে বোঝায় না, এর সদর্থক দিকও আছে, যাকে তিনি বলেছে প্রেমবল। প্রেম অর্থে অহিংসা নীতিটি এই শিক্ষাই দেয় যে, আঘাতের

প্রতি প্রত্যাঘাত নয়, ভালোবাসায় হল যথার্থ প্রত্যাঘাত। তাঁর লক্ষ্য ছিল অহিংসা নীতিটিকে সময় উপযোগী ও বাস্তব উপযোগী করে সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। সেই কারণেই হয়তো গান্ধিজি সমাজের সকলকে সমভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

তবে গান্ধির সমভাবের আদর্শ বা সর্বোদয় কিন্তু উপযোগিতা নীতির থেকে আলাদা। উপযোগবাদ ও গান্ধির সর্বোদয়ের আদর্শ উভয়ের একধরণের ফলমুখী নৈতিক মতবাদ। গান্ধির সর্বোদয়ের তত্ত্বটি উপযোগবাদের মতোই মানুষের কল্যাণের কথা বলে। উপযোগবাদীদের মতো গান্ধিও দেখিয়েছেন সকলের কল্যাণের ন্যায় ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। তবে উপযোগবাদে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলা হয়। কিন্তু গান্ধির সর্বোদয় তত্ত্বে ব্যক্তির প্রভূততম কল্যাণের কথা বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের অন্তে অবস্থিত হীনতম ব্যক্তিটিরও প্রভূততম কল্যাণ হওয়া দরকার। গান্ধির মতে সর্বোদয় হল সকলের উদয় বা সকলের কল্যাণ। এখানে গান্ধি সংখ্যাগরিষ্ঠের সর্বোত্তম কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উপযোগ নীতিকে বর্জন করেছেন। তাঁর মতে উপযোগবাদের তত্ত্বকে মেনে নিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। গান্ধি মনে করেন একজন অহিংসার পুজারী উপযোগবাদের এই নৈতিক আদর্শকে সমর্থন করতে পারেন না। অহিংসা অনুরাগী ব্যক্তির আদর্শ হল সকলের সর্বোত্তম কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। আর এই নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। গান্ধির মতে সকলের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই নিজের কল্যাণ সাধন হয়। এই জন্য গান্ধি বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ সাধনের বিষয়টি সকলের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনের বিষয়টির মধ্যেই নিহিত আছে। তাই গান্ধির সর্বোদয়ের তত্ত্বটি উপযোগবাদের তত্ত্বের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। উপযোগবাদের নৈতিক আদর্শটি আত্মোৎসর্গের কথা বলে না, কিন্তু যিনি সর্বোদয়ের আদর্শে বিশ্বাসী তিনি অপরের কল্যাণ কামনায় নিজের প্রাণ বলিদান দিতেও পিছপা হবেন না।

গান্ধিজি মনে করেন উপযোগবাদের নীতিটি অপসমাপ্ত। তাঁর মতে মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত সকলের কল্যাণ সাধণ করা। তিনি মনে করেন। বিবেকের আদর্শ কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নত করতে রাজি নয়। আর তাই গান্ধি বলেন, "অধিকতম ব্যক্তির প্রভূততম কল্যাণ এই নীতির নগ্ন রূপ হল আমরা যদি ৫১ শতাংশ মানুষের প্রাপ্য মঙ্গলের অর্জন করতে চাই তাহলে শতকরা ৪৯ শতাংশ মানুষের স্বার্থ হয়তো বা বিঘ্নিত হবে বা তাকে বিসর্জন দিতে হবে। এটি নীতি হিসেবে হৃদয়হীন এবং মানবজাতির অনেক ক্ষতি করেছে। একমাত্র বাস্তব ও মর্যাদা সম্পন্ন নীতি মানবিক হল মহত্তম কল্যাণ সকলের জন্য এবং এটিই একমাত্র সার্বিক আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে"[২] তাই গান্ধির সর্বোদয়ের আদর্শ হল সর্বজনীন।

গান্ধির সর্বোদয়ের আদর্শটি গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণের ধারণার বিরোধী। কেননা গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়। গান্ধির কথায়, "সংখ্যালঘিষ্ঠের যে নিয়ম, তাহার প্রয়োগ বড়ই সংকীর্ণ, ছোটখাটো বিষয়েও মানুষকে ঐ নিয়মের কাছে মাথা নত করিতে হইবে। কিন্তু ভাল-মন্দ যাহাই হউক অধিকাংশের মত বলিয়াই তাহা মানিয়া লওয়া দাসত্বের সামিল। মানুষ ভেঁড়ার পালের মত চলিবে গণতন্ত্রের তাৎপর্য এমন নয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত মত ও কার্যের স্বাধীনতাকে সযত্নে স্বীকার করিয়া চলার কথা।"[৩]

গান্ধিজি সর্বোদয়ের ধারণাটি পেয়েছেন জন রাস্কিনের লেখা 'Unto This Last' গ্রন্থ থেকে Unto This Last-এর পরিভাষা হিসাবে তিনি 'সর্বোদয়' শব্দটি চয়ন করেন। তবে 'সর্বোদয়' শব্দটির পরিবর্তে 'অন্ত্যোদয়' শব্দটিও ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু 'অন্ত' বলতে বোঝায় 'সমগ্রের এক খন্ড'। অন্যদিকে সর্বের মধ্যে অন্তও নিহিত আছে। তাই গান্ধিজি 'সর্ব' শব্দটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি শব্দটির ব্যবহার করেন 'সকলের কল্যাণ' অর্থে।

এই গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর মনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই গ্রন্থটির যে তিনটি বিষয় গান্ধিজিকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলি হল—

1. "The good of the indivudual is contained in the good of all".[৪] সকলের কল্যাণের মধ্যে ব্যক্তির নিজের কল্যাণ নিহিত। অর্থাৎ ব্যক্ত বিশেষের ভালো নয় সকলের ভালো করায় মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গান্ধিজির কথায় এই পৃথিবী হল আমার পরিবার।
2. "A lawyer's work has the same value as the barber's, as all have the same right of earning their livelihood from their work".[৫] সকলেরই যখন কাজ করে নিজের জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার আছে তখন একজন উকিলের কাজের মূল্য একজন নাপিতের কাজের মূল্যের সমান।
3. "A life of labour, i.e. the life of the tiller of the soil and the handicraftsman is the life worth living".[৬] শ্রমজীবি অর্থাৎ কৃষক ও কারিগরের জীবন মূল্যহীন।

সর্বোদয় কথার অর্থ হল সকলের হিত কামনা, কিন্তু কেবল হিত কামনা নয় সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধি করা। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে অনেক কিছু আছে কিন্তু একটা জিনিসের বড় অভাব তা হল 'শান্তি' এটা কেবল একমুখী নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধি কামনা ও প্রতিষ্ঠা করা, যায় ভিত্তি হল নৈতিকতা। আর এই নৈতিকতার চাবিকাঠি হল ঔচিত্য। নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের কি করা উচিত এটা সম্ভব হবে যদি আমাদের চাহিদা ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়। অর্থাৎ চাহিদার জায়গাতে ক্ষুন্ন হলে আমরা সার্বিকভাবে শান্তি কামনা করতে পারিনা- এই জায়গাটি থেকে বিরত থাকা উচিত। আর এসব চর্চা যখন আমরা সর্বদা করি তখন আমাদের মধ্যে কিছু গুণাবলী থাকতে হবে—

১। চৌর্যবৃত্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা।
২। সম্পত্তির আত্মসাৎ না করা।
৩। সত্যবাদিতা। ও
৪। অহিংসা।

কিন্তু গান্ধিজি র মতে সর্বোপরি যেটা থাকা দরকার সেটা হল 'Love for God'

গান্ধিজির এই যে সর্বোদয়ের ধারণা তা প্রথম দেখতে পাওয়া যায় ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হিন্দ স্বরাজ পত্রিকাতে। যেখানে তিনি বলেছেন—

1. Reconstructing human society.
2. Reorienting human mind.

এর মাধ্যমে যেটা দেখানো হচ্ছে তা হল সমাজকে নতুন করে প্রকাশ করার কথা বলা। রাস্কনের গ্রন্থ পাঠ করে গান্ধির মনে যে চেতনা জেগেছে তার মূল্যায়ণের সময় এসেছে। মানসিক ভাবে মানুষের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না, কারণ সবকিছুর ভিত্তি হল নৈতিক বোধ। যে নৈতিকতা গান্ধিকে সমাজ গড়ার কারিগর করে তুলেছে। তিনি বলেছেন যে, আমাদের উপলব্ধিতে যেন সংঘাত না আসে।

রাস্কিনের গ্রন্থ পাঠ করে গান্ধিজি যে বিষয়টি সর্বাঙ্গীন আকারে গ্রহণ করতে পারেননি তা হল গণচেতনা একত্রিত হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের সাথে- এটা এক বাস্তবিক ভুল। ব্যক্তি বিশেষ হল একক, একক চিন্তাকে একক ভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা যেন প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে গাঁথা থাকে। গান্ধিজির মতে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতা সামগ্রিকতা নয়। মানুষ এবং ব্যক্তি মানুষের বৈষিষ্ট্য থেকে সামগ্রিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্কিনের গ্রন্থ অনুপ্রাণিত করা সত্ত্বেও গ্রন্থটির কিছু দিক গান্ধিজি মেনে নিতে পারেননি, যেমন—ব্যক্তি বিশেষের ভালো সমান সকলের ভালো- এটা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে নিজস্বতা থাকবে। তিনি বলেছেন আমাদের নৈতিক বোধ যতক্ষণ না জাগরিত হবে ততক্ষণ উন্নতি হবে না।

টলস্টয়-এর মতে গান্ধিজি রাস্কিনের বই পড়ে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন এটা স্বীকার করা যায় না। টলস্টয়-এর মতে গান্ধিজি চেয়েছিলেন পরিবেশের সঙ্গে একত্রিত করতে। তিনি একটা তাগিদ বোধ করতেন তা হল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একত্রিত করা, আর এর ফলেই তিনি সর্বোদয়কে আমাদের কাছে প্রস্তুত করেছেন। গান্ধিজি র ভাষায়—

'It is the only real dignified human doctrine'

সর্বোদয়ের ধারণা প্রসঙ্গে গান্ধিজি আরও বলেছেন—

অহিংসার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সর্বোদয়। আর অহিংসার সাথে যুক্ত আছে সততা। আবার সততার সাথে যুক্ত আছে ভালবাসা। তিনি বলেছেন অহিংসাই মূল মন্ত্র। একজন সর্বোদয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জনই হল সৎ উপায়, যে পন্থার কথা গান্ধিজি বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হল এই সর্বোদয়ের ধারণাটি কি বাস্তবে সম্ভব? সমালোচকেরা মনে করেন এটি একটি কাল্পনিক বা অলিক (utopia) ধারণা। কারণ সর্বোদয় যে তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তাছাড়া অহিংসা নীতিটিও সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থক হয়নি। আর অহিংসা যদি স্বার্থক না হয় তাহলে অহিংসার উপর ভীত্তি করে যে সর্বোদয় গড়ে উঠেছে তা স্বার্থক হবে কি করে?

যারা গান্ধিবাদী তাদের মতে মানুষের চরিত্রকে যদি ভালো না বলি তাহলে স্বাভাবিক কারণেই খারাপ বলতে হবে। কিন্তু আমাদের মানতে হবে যে, মানুষের চরিত্রে যে গুণাবলী সর্বদাই বিরাজ করে তা ভালো। যদি সর্বোদয়ের ধারণা ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে বলতে হবে যে, আমরা সকলের অমঙ্গল চাই। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি বলে যে, আমরা শান্তি চাই। আর এটাই মানুষের ধর্ম।

সর্বোদয় থেকে যা যা বার্ত্তা পাওয়া যায় তা হল—

১। ভীরুতা, কাপুরুষতা থেকে মুক্তি, কারণ এর ভিত্তি হল অহিংসা। আর অহিংসার মূল মন্ত্র হল সেখানে কোনোরূপ ভীরুতা, কাপুরুষরতা থাকবে না।
২। অন্য কিছু পাওয়ার যে আকাঙ্খা তা হিংসার মাধ্যমে পেতে পারিনা। যা ঠিক নয় তাকে নষ্ট করতে হবে অহিংসার মাধ্যমে, হিংসার মাধ্যমে বেঠিক কে ঠিক করতে পারিনা।
৩। মানুষের ভেতরের তাগিদ সর্বোদয়কে কতটা গ্রহণ করবে সেটা একটা বড় দিক। কারণ মানুষ একটা বিষয়কে তখনই গ্রহণ করবে যখন তার মধ্যে যুক্তিবোধ, বিচারবোধ থাকে।

"তবে গান্ধিজি সর্বোদয়ের কথা বললেও এমন কথা কখনোই বলেননি দাবিও করেননি যে, সর্বোদয়-ই মানব ইতিহাসে অন্তিম আদর্শ। কেননা সমাজ বিবর্তনের শেষ কথা বলে কোন পদ্ধতি থাকতে পারেনা। কিন্তু সর্বোদয় যে আধুনিকতম আদর্শ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সর্বজনহিত প্রত্যাশী এই আদর্শে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের এক অপূর্ব সমাহার লক্ষ্য করা যায়।"[৭]

তথ্যসূত্র :

১। John Stuart Mill, Utilitarianism, Batoche Books, Kitchener Page no. 10
২। চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ (সম্পাদক) মহাত্মা গান্ধির নির্বাচিত রচনা (৪র্থ খন্ড), আমেদাবাদ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, পৃ-৩৫০

৩। কৃপালানি, কৃষ্ণ (সংকলক), মানুষ আমার ভাই, নিউ দিল্লী, সাহিত্য আকাদেমী, পৃ-১৬৪
৪। T. Desai, Jitendra, **Ruskin UNTO THIS LAST,** Navajiban Publishing House, Ahmedabad, Page no. 2
৫। Ibid, Page no. 2
৬। Ibid, Page no. 2
৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, স্বদেশ, কলকাতা, পৃ-৮০

গ্রন্থপঞ্জী :

১। চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ (সম্পাদক), মহাত্মা গান্ধির নির্বাচিত রচনা (৪র্থ খন্ড), আমেদাবাদ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস
২। কৃপালানি, কৃষ্ণ (সংকলক), মানুষ আমার ভাই, নিউ দিল্লী, সাহিত্য আকাদেমী
৩। মিত্র, শান্তি কুমার (সম্পাদক), গান্ধি-রচনা সম্ভার, (৩য় খন্ড), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৪। দাশগুপ্ত, বিধুভূষণ (সম্পাদক), গান্ধি-রচনা সম্ভার, (৪র্থ খন্ড), কলকাতা
৫। বেগম, হাসনা (অনুবাদক), উপযোগবাদ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
৬। চক্রবর্তী, সোমনাথ কথায় কর্মে এথিকস, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা
৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, স্বদেশ, কলকাতা
৮। J. S. Mill: **'Utilitarianism',** Collected Works of J.S. Mill, Vol. X, University of Toronto Press.
৯। T. Desai, Jitendra, **Ruskin UNTO THIS LAST,** Navajiban Publishing House, Ahmedabad
১০। T. Desai, Jitendra, **Hind Swaraj or Indian Home Rule,** Navajiban Publishing House, Ahmedabad